ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024
কার্তিক ১৯৪৬
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

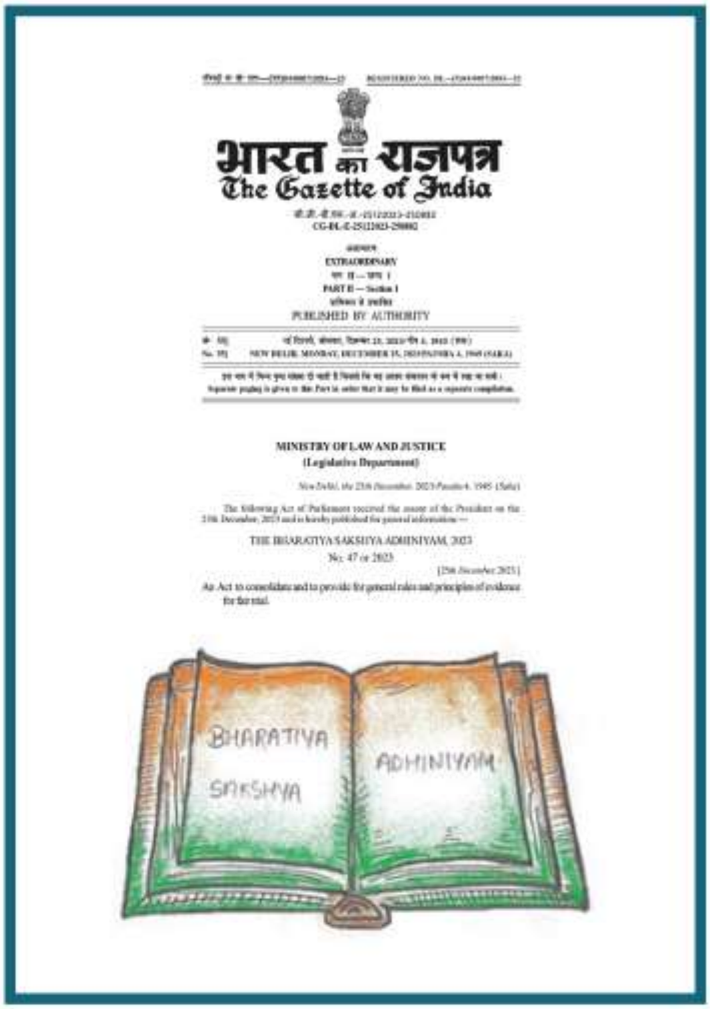

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভৌঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম , 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পড়ার পর শিক্ষার্থী সক্ষম হবে:

- ভারতীয় আদালতে সাক্ষ্য ও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত সাধারণ আইনগুলি বোঝা।
- বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য সনাক্ত এবং পার্থক্য করতে পারা।
- বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের কিছু বিধান ব্যবহার করতে শেখা।
- আইন সম্পর্কে উপলব্ধি গড়ে তোলা এবং সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মনোভাবসহ সচেতন নাগরিক হওয়া।
- আইনি যুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ভূমিকা:

আপনারা নিশ্চয়ই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পড়েছেন, যা আপনার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত এবং 'ন্যায়'কে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আলোচনা করে। আমাদের দেশের নাগরিকরা যাতে ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে ,সংবিধান আদালতের মাধ্যমে সেই ন্যায় বিচার প্রদান নিশ্চিত করে।বিচার বিভাগ বিভিন্ন আইন ও বিধান বজায় রাখে এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের আগে সমস্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের ব্যবহার আমাদের বিশ্বকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872 (এর পর থেকে I.E.A. ,1872 হিসেবে উল্লেখিত) ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক প্রমাণের (Evidence) ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে না পারায়, একটি নতুন কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। I.E.A. -র অধিকাংশ বিধান ব্রিটিশ শাসনকালে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তাই সেগুলি বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। সমাজের পরিবর্তন এবং বিচারব্যবস্থার বিবর্তনের কারণে, সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে আরও আধুনিক ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (এখন থেকে B.S.A., 2023) প্রণীত হয়।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এর বৃহত্তর লক্ষ্য হল পূর্ববর্তী আইনের শূন্যস্থান পূরণ করা এবং আধুনিক আইনগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের সাক্ষ্য কাঠামোকে উন্নত ও আধুনিক করা। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন অধ্যয়নের মাধ্যমে আইনি জ্ঞান লাভ হয় এবং বিভিন্ন বাস্তব আইনগত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার প্রস্তুতি তৈরি হয়।

I.E.A. ,1872-তে এমন কিছু শব্দ ও কাঠামো থাকতে পারে, যা বর্তমানে বোঝা কঠিন। নতুন আইনের লক্ষ্য হল সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট করা এবং আইনের উপলব্ধতা উন্নত করা। আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা আইনি প্রক্রিয়াগুলিকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করে, সময় বাঁচায় এবং বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

উৎস:https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250882_english_01042024.pdf

ভারতীয় সাক্ষ্য নিয়োগ 2023
সাক্ষ্য (হিন্দিতে): प्रमाण
(ইংরেজিতে):Evidence
অধিনিয়ম (হিন্দিতে): विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम
(ইংরেজিতে): Act
একটি বিল যখন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়, তখন সেটি একটি আইনে পরিবর্তিত হয়।

চলো, এখন আমরা একটি সারণির মাধ্যমে ফৌজদারী আইন (Criminal Laws)-এর ধারণাটি বুঝে নিই।

পুরনো আইন (30 জুন 2024 পর্যন্ত)	নতুন আইন (1 জুলাই 2024 থেকে প্রযোজ্য)	আইনের মূল উদ্দেশ্য
ভারতীয় দণ্ড বিধি 1860 , (Indian Penal Code [IPC], 1860)	ভারতীয় দণ্ড বিধি, 2023 (Indian Penal Code [IPC],2023)	এই আইনের উদ্দেশ্য হল ভারতের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধি প্রদান। এটি আমাদের জানায় কি ধরণের কাজকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধি সংহিতা 1973 (Code of Criminal Procedure [CrPC], 1973)	**ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita,(BNSS) 2023**	এটি একটি প্রক্রিয়াগত (procedural) আইন। ক্রিমিনাল কেসে সুবিচার ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করা, এবং অভিযুক্ত ও ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষা করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।
ভারতীয় সাক্ষ্য আইন - 1872 (Indian Evidence Act [IEA], 1872)	**ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023** [Bharatiya Saksya Adhiniyam (BSA),2023	এর মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার প্রদানে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা।

উৎস: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সোমবার, 1 জুলাই 2024

বাস্তবায়নের তারিখ: 1 জুলাই 2024
যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে: ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872

IEA কে প্রবর্তন করেছিলেন: স্যার জেমস ফিটজজেমস স্টিফেন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ছিলেন। এই আইনটি ভারতীয় আদালতগুলিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অভিন্নতা (uniformity) এনেছিল।

বাস্তবায়নের কারণ: এই আইনটি ব্রিটিশ শাসনে প্রণীত হয়েছিল। তাই এটি আধুনিক করে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথিপত্রগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উৎস: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সোমবার, 1 জুলাই 2024

কার্যকলাপ (Activity):

- ভারতীয় দণ্ড বিধি, 2023; ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 – এই নতুন আইনগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত পুরনো আইনগুলির নাম খুঁজে বের করো।
- ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এ প্রবর্তিত মূল পরিবর্তনগুলি একটি চার্টে লিখে প্রস্তুত করো।

উৎস: দিল্লি পুলিশ 1 জুলাই 2024-এ নতুন অপরাধ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি পোস্টার প্রদর্শন করেছেন। **ছবি সৌজন্যে:** পিটিআই (PTI)

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ব্যাখ্যা করার আগে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা পরিভাষা তোমাদের জানা উচিত, যেগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হবে। এই শব্দগুলিকে নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ:

- **দলিল (Document):** একটি লিখিত বা মুদ্রিত কাগজপত্র, চিঠি, চিহ্ন, সংখ্যা বা চিহ্নিত নিদর্শন–যার মধ্যে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথিও অন্তর্ভুক্ত–যা কোনো তথ্য বা প্রমাণ প্রদান করে।
- **সাক্ষ্য (প্রমাণ) (Evidence):** সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার জন্য তথ্য বা ঘটনার সংগ্রহ।
- **প্রত্যক্ষ (প্রাথমিক) সাক্ষ্য (Primary Evidence):** মূল দলিল বা উপাদান যা আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয় পরিদর্শনের জন্য।
- **পরোক্ষ (গৌণ) সাক্ষ্য (Secondary Evidence):** মূল দলিল বা উপাদানের অনুলিপি বা বিকল্প, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালতে গ্রহণযোগ্য।
- **আদালত (Court):** এতে সব বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট অন্তর্ভুক্ত, এবং এমন সব ব্যক্তি যারা আইনগতভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে সালিশকারী (arbitrator) নয়।
- **বিতর্কাধীন তথ্য (Facts in Issue):** এমন যেকোনো তথ্য যা একা অথবা অন্যান্য তথ্যের সাথে মিলিয়ে, কোনো অধিকার, দায়িত্ব বা অক্ষমতার অস্তিত্ব, অস্তিত্বহীন, প্রকৃতি বা পরিমাণ নির্ধারণ করে–যা কোনো মামলায় দাবি বা অস্বীকার করা হয়েছে।
- **বুলিং (Bullying):** ইচ্ছাকৃত ও বারংবারভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দ্বারা আরেকজন ব্যক্তির প্রতি প্রদর্শিত আক্রমণাত্মক শারীরিক বা সামাজিক আচরণ, যা ক্ষতি বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে।
- **সাইবার বুলিং (Cyber bullying):** এটি এমন বুলিং, যা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার বা ট্যাবলেটের মতো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ঘটে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, টেক্সটিং, এসএমএস, অ্যাপ, গেমিং এবং শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।
- **সাইবার অপরাধ (Cybercrime):** ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধ।
- **বৈদ্যুতিন/ডিজিটাল রেকর্ড (Electronic/Digital Records):** ইমেইল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে সংরক্ষিত নথি, ওয়েবসাইট, অবস্থানগত তথ্য (location evidence) এবং ভয়েস মেসেজের মতো ডিজিটাল ডিভাইসে থাকা রেকর্ড।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 - এর তাৎপর্য

এই অধিনিয়ম বিচারব্যবস্থাকে প্রমাণ সংগ্রহ ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একক ও বিস্তৃত নির্দেশিকা প্রদান করে, যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। অধিনিয়মটি আদালতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (প্রাথমিক ও গৌণ) ইত্যাদি যেকোনো ধরনের সাক্ষ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। সাক্ষ্য তথাকথিত ঘটনার স্পষ্টতা প্রদান করে এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিচার প্রদান নিশ্চিত করে।

এই আইনটি যে সকল প্রশ্নগুলির জন্য সহজ পদ্ধতি প্রদান করে যেমন কে সাক্ষ্য সংগ্রহ করার অনুমতি পায়, সাক্ষ্য কীভাবে রেকর্ড করা উচিত, আদালতে কীভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা উচিত এবং তা গ্রহণযোগ্য কিনা।

ভারতে পূর্বে নাবালকদের বিরুদ্ধে একাধিক সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেই কারণে, এই নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হওয়ার আগে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার উদাহরণ বিশ্লেষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ, তারপরে আমরা **ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023**-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কিভাবে এই আইন সম্পর্কে জ্ঞান সহায়তা করতে পারে তা জানব।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 - এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এই যুগে প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আমরা যে নতুন ডিজিটাল পরিবেশে বাস করছি, সেই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে এই অধিনিয়ম প্রণীত হয়েছে। নিচে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, **2023**-এর কিছু মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

- এই অধিনিয়মে মোট 4টি অংশ, 12টি অধ্যায়, একটি পরিশিষ্ট এবং 170টি ধারা রয়েছে।
- এই আইনটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872-এর পরিবর্তে কার্যকর হয়েছে।
- ইংরেজি "Act" শব্দের পরিবর্তে এখন "Adhiniyam" (অধিনিয়ম) ব্যবহৃত হয়েছে।
- ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872(IEA,1872) সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ছিল; তবে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (BSA)-এ তেমন কোনও ভূখণ্ডভিত্তিক প্রয়োগের উল্লেখ নেই।
- "দলিল (Document)" শব্দটির সংজ্ঞা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তাতে ইমেইল, সার্ভার লগ, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাবলেট, ক্লাউড, ভয়েস মেসেজ বা যেকোনো ডিজিটাল ডিভাইসে থাকা ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, কাগজে লেখা দলিল ছাড়াও এখন ইলেকট্রনিক নথিও দলিল হিসেবে গণ্য হবে।
- "সাক্ষ্য (Evidence)" শব্দের সংজ্ঞাও ইলেকট্রনিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রসারিত হয়েছে।

- একইভাবে, ধারা 57 অনুযায়ী প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং ধারা 58 অনুযায়ী পরোক্ষ সাক্ষ্য-র ক্ষেত্রেও এখন ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও ফাইল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- নতুন ইলেকট্রনিক প্রমাণের প্রমাণমূল্য এখন ঐতিহ্যবাহী কাগজ-ভিত্তিক দলিলের সমান হবে। অর্থাৎ, ইলেকট্রনিক প্রমাণের আইনি কার্যকারিতা, বলবৎযোগ্যতা ও বৈধতা কাগজের নথির মতোই হবে।
- ব্যারিস্টার(Barrister), প্লিডার (Pleader), অ্যাটর্নি (Attorney) বা উকিল(vakil)– এই শব্দগুলোর পরিবর্তে এখন শুধুমাত্র “অ্যাডভোকেট" (advocate)শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই নতুন ফৌজদারি আইনটির লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণকে কীভাবে বোঝা এবং মূল্যায়ন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা। এই আইনের আরও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন সংশোধনী আনা হয়েছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের জীবনে–বিশেষ করে শিশুদের জীবনে–প্রভাব ফেলছে, তা বিবেচনায় রেখে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো "দলিল (Document)" শব্দের নতুন সংজ্ঞা। এখন ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডও প্রমাণ/সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত।

ফলে, এই আইন ডিজিটাল মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হতে পারে এমন শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে। এটি শিশুদের তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে অবগত করে, যদি তারা কোনো অপরাধের শিকার হয় এবং তাদেরকে অনৈতিক ও বেআইনি ওয়েব-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সচেতন করে।

ডিজিটাল দুনিয়া : আশীর্বাদ না অভিশাপ ?

আজকের দিনে আমরা প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন বা শারীরিক পরিসর কল্পনাও করতে পারি না। প্রযুক্তি আমাদের আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রয়েছে–মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ট্যাবলেট, বিভিন্ন ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি আকারে। এইসব ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি–ফোন কল, ভিডিও কল, ইমেইল, চ্যাট, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে।এই প্রযুক্তি আমাদের জন্য একটি ডিজিটাল দুনিয়া সৃষ্টি করেছে, যাকে আমরা ভার্চুয়াল জগৎ বলি। মাত্র এক ক্লিকেই আমরা এই ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, চেয়ার ছেড়ে না উঠেই। ভার্চুয়াল জগতের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি আছে অসুবিধাও। নিচে একটি সারণিতে এই দুই দিক তুলে ধরা হলো:

ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
এটি শেখা ও তথ্য জানার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে।	পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট সময় না কাটানো এবং সমাজবিমুখ হয়ে পড়া।
শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় ও ইন্টারেক্টিভ করে তোলে।	শারীরিক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়ায় ওজন বৃদ্ধি, মনোযোগের ঘাটতি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ও প্রান্তিক শিশুরাও তথ্য ও জ্ঞানে প্রবেশাধিকার পেতে পারে।	অতিরিক্ত বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহারে ঘুমের ক্ষতি হয়, ফলে শিশু নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম ঘুমায়।
এটি সৃজনশীলতা ও কল্পনার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।	শিশুরা ডিজিটাল জালিয়াতি, সাইবার বুলিং, ফিশিং, সাইবার স্টকিং, হ্যাকিং, পরিচয় চুরি এবং শিশু যৌন নিপীড়নের মতো বিপজ্জনক বিষয়ে সহজেই সংস্পর্শে চলে আসে।

কেস স্টাডি – ব্লু হোয়েল গেম (Blue Whale Game)

ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ কী?

এটি একটি তথাকথিত সন্দেহজনক খেলা যেখানে যারা এটি পরিচালনা করে তারা সামাজিক মাধ্যমে মানসিকভাবে দুর্বল কিশোর-কিশোরীদের খুঁজে বের করে এবং তাদের 50 টি কাজের একটি তালিকা দেয়, যার শেষ কাজটি হলো নিজেকে হত্যা করা। ধারণা করা হয় এই খেলার উৎপত্তি রাশিয়াতে এবং এটি সাধারণত হতাশাগ্রস্ত অথবা খেলাটি সম্পর্কে আগ্রহী এমন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে।

কাজগুলো কেমন?

এই কাজগুলো হতে পারে একেবারে সাধারণ, যেমন–হাতের ওপর ট্যাটু আঁকা, আবার হতে পারে অস্বাভাবিক, যেমন–দেহের বিভিন্ন অংশে কেটে রক্ত বের করা, কিংবা অদ্ভুত সময়ে উঠে সংগঠকদের পাঠানো গান শোনা। এইসব কাজের ভিডিও প্রমাণ সংগঠকদের পাঠাতে হয়। কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে আর কোনো কাজ দেওয়া হয় না।

এটির কি সত্যিই অস্তিত্ব আছে?

যদিও এই গেমের অস্তিত্ব পুরোপুরি প্রমাণিত নয়, মস্কো পুলিশ 2017 সালের জুন মাসে এক কথিত পরিচালনাকারীকে গ্রেপ্তার করে। 21 বছর বয়সী ফিলিপ বুডেইকিন পরবর্তীতে কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। এই চ্যালেঞ্জটি স্পেন, পর্তুগাল, ইউক্রেন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।

কে এই খেলায় অংশ নিতে পারে?

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, এই খেলায় নিজে থেকে নাম লেখানো যায় না– তোমাকে আমন্ত্রিত হতে হয়।

পপ কালচার লিংক

ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত এক ঘটনা, যা নেটফ্লিক্সের "13 Reasons Why" সিরিজ মুক্তির পর ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই সিরিজে এক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিশোরীর আত্মহত্যার পেছনে কারণগুলি দেখানো হয়েছে, যা দর্শকদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উৎস:
https://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/blue-whale-effect-helpline-sees-rise-in-calls-from-worried-parents/article19494206.ece

নিচের সংবাদ প্রতিবেদনটির ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

1. এই খেলার উৎপত্তি কোথায় এবং কে এটি আবিষ্কার করেছিল?
2. এই খেলায় শিশুদের কী কী কাজ করতে বলা হয়?
3. এখন যেহেতু "সাক্ষ্য"-র সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তুমি কী ধরনের সাক্ষ্য সনাক্ত করতে পারো?
4. এমন একটি খেলা খেলার কী কী ঝুঁকি থাকতে পারে?

তোমার পরিবারের সঙ্গে খেলা যায় এমন কিছু ইনডোর গেম চিহ্নিত করো এবং সেই গেমের একটি ছবি আঁকো।

শ্রেণির জন্য দলগত কার্যক্রম

- **সাক্ষ্য অনুসন্ধান খেলা (Evidence Scavenger Hunt):** একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে এমন একটি অনুসন্ধান খেলা তৈরি করো, যেখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্যের উদাহরণ খুঁজে বের করতে হবে–যেমন তথ্যচিত্র, সাক্ষ্য, ছবি ইত্যাদি।
- **বিতর্ক (Debates):** ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA)-এর বিভিন্ন ধারার ওপর শিক্ষার্থীদের বিতর্কে অংশ নিতে দাও, যাতে তারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও প্রমাণের যুক্তি অনুধাবন করতে শেখে।
- **আদালত কক্ষের অভিজ্ঞতা (Courtroom Experience):** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভূমিকা দেওয়া হোক–যেমন প্রসিকিউটর (অভিযোগকারী পক্ষ), ডিফেন্স কাউন্সেল (প্রতিরক্ষা পক্ষ) ও বিচারক। একটি নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতি দেওয়া হোক যেখানে তারা প্রমাণ পেশ করবে এবং সেই ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন করবে।
- **অতিথি বক্তার সেশন (Guest Speaker Session):** একজন আইনজীবীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যিনি ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করবেন।

উপসংহার

এই দ্রুতগামী ডিজিটাল দুনিয়ায়, যেখানে মাত্র এক ক্লিকে সব ধরনের তথ্য সহজলভ্য, সেখানে শিশুদের সেই তথ্য থেকে উদ্ভূত বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-19 পরবর্তী সময়ে, ডিজিটাল দুনিয়ার প্রভাব বহুগুণে বেড়ে গেছে, যার ফলে শিশুরা আরও বেশি সাইবার অপরাধের ঝুঁকিতে পড়ছে।এই প্রেক্ষিতে, নতুন ফৌজদারি আইনসমূহের প্রবর্তন, বিশেষ করে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023, একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই আইন এখন "দলিল" শব্দের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।এই বিধানের উদ্দেশ্য হল আইনগত পরিবেশের জটিলতা ও অসুবিধাগুলিকে সমাধান করা। এটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিবেচনা করে তৈরি, বর্তমান আইনি সংস্কারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দীর্ঘদিনের বিদ্যমান কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করে।এই আইন সাক্ষ্য সংগ্রহ, রেকর্ডিং ও উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে, যাতে পুলিশ কর্তৃক শিশুদের কাছ থেকে প্রমাণ গ্রহণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হয়। এই ধরণের সংযোজন অবশ্যই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা

2023 সালে প্রবর্তিত তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন আপনাদের জন্য অবশ্যই আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। এই সমস্ত আইন একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। তবে, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 আপনার সন্তানের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।এই ডিজিটাল বিস্ফোরণের যুগে, অভিভাবকদের–একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো এটা নিশ্চিত করা যে, আপনার সন্তানরা ডিজিটাল তথ্য ও যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে। আপনাদের সচেতন থাকতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, এই ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে তারা যেন কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের শিশুদের নিরাপদ রাখা।

শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, এবং এটি আমাদের কর্তব্য যে আমরা তাদের জন্য একটি নিরাপদ দেশ ও বিশ্ব রেখে যাই–যেখানে তারা বেড়ে উঠতে পারবে এবং একজন বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এর মতো আইন এই নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

তথ্যসূত্র

https://ncpcr.gov.in/uploads/1702548255657ad31ff39b4_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools.pdf

https://risa.gov.in/pdf/Crime%20Against%20%20Children-RSLSA.pdf

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING